এমনি নিমগন, হ'ল মন, সে রস-পানে,
কেবা কোথায়, কিবা নিশি-দিবা, কিছু না জানে।
স্বরগ করে ভোগ, শোক রোগ, সকল ভুলি'।
দেবতা যেন তা'রে ভব-পারে, লইল তুলি' ॥ ১৪০ ॥

জানুতে করি' ভর, অতঃপর, (পীয়ূষ-পানে
হয়ে শীতল-শান্ত) চায় পান্থ মায়ের পানে।
বিতরি' করচ্ছায়া, বলে মায়া, "আশীষ লও,
সকল রোগ শোক, দূর হো'ক, অমর হও" ॥ ১৪১ ॥

কবি বলিল "দেবি' তোমা সেবি' সব আমার!
করেছি পদ-লাভ, কি অভাব, আছয়ে আর?
সতত এই ঠাঁই, স্থান পাই, আগের মত,
সেই আশিষ মাগি, তা'রি লাগি শরণাগত" ॥ ১৪২ ॥

বলিল মায়া-মাতা, "বিশ্বপাতা পুরা'বে আশ;
তোমারি হ'বে, কবি, এ অটবী, দ্বাদশ মাস।
শুন' আমার কথা, মনোব্যথা, না র'বে আর;
আইলে কি কারণ, বিবরণ, শুন তাহার" ॥ ১৪৩ ॥

"বালিকা কলপনা, সে ললনা, কিছু না জানে,
পাঠা'নু আমি তা'রে, তোমা-দ্বারে, সারথি-ভানে।
তোমার অনুরাগে হো'ক আগে আহুতি-সেক,
দুজনে বিয়া দিয়া, দুই হিয়া, করিব এক ॥ ১৪৫ ॥

মনে ভাবিল গুণী, "দিন গুণি' রহিব জিয়া,
তখন মৃত জীবে, প্রাণ দিবে, বিবাহ দিয়া ;
ত'দিন বাঁচি কিসে ! আশীবিষে হৃদয়ে পালি',
দংশে যদি না সে, বিষ-শ্বাসে হইব কালি ॥ ১৪৬ ॥

কেন বিজলি-রেখা, দিল দেখা, এ খেলা খেলি' !
কেন বা গেল চলি' আঁখি ছলি', আঁধারে ফেলি'।
কোথা লুকা'লে প্রিয়ে ! দেখা দিয়ে বাঁচাও প্রাণ !
দেখি আরেকবার, সে তোমার, বিধু-বয়ান !" ॥ ১৪৭

রাজসী মায়া-সখী, ভাব লখি', বলিল "আহা !
ছবি একটী আছে আমা-কাছে, দেখ'-সে তাহা।
দেখিতে দোষ নাই, এই ঠাঁই আইস উঠি',
কি ছবি নাহি ক'ব, দেখি তব নয়ন-দুটি ! ॥" ১৪৮ ॥

এত বলি' লইয়া অঞ্জন-শলা
কবির নয়নে মাখাইয়া-দিল কজ্জলের মলা।
সে যে ভাবাঞ্জন
নিখিল-রঞ্জন !
চমৎকার গুণ তা'র নাহি যায় বলা ॥ ১৪৯ ॥

প্রেমের আগুণ, করিয়া দ্বিগুণ,
দূর-বাসী বন্ধু-জনে নেত্র-পথে আনিতে নিপুণ।

তৃষ্ণানাশ-কারী
মরীচিকা বারি
পিয়ায় প্রেমিক জনে, এই তার গুণ॥ ১৫০॥

ভাবাঞ্জনে অপূর্ব্ব নয়ন লভি'
সন্ধ্যাভ্র-গিরি-শিখরে কল্পনারে নিরখিল কবি।
ভূষিছে, বালিকা,
চারু অট্টালিকা;
সঙ্গে সখী শরণ্ময়ী সুরুচি মাধবী॥ ১৫১॥

দিব্য হর্ম্ম্য-বাতায়ন,
তথায় তিন জন
প্রাণের পরিজন,
লইয়া কাছে;
সমীরণ সুধা ঢালে,
কল্পনা হেন কালে,
হাতটি দিয়া গালে,
বসিয়া আছে।
মাধবী, শরণ্মই,
সুরুচি, তিন সই
জানে না সখী বই
কোন জনায়।
মাধবী শরতে মিলি',
হাসিছে খিলি খিলি,

স্বরুচি নিরিবিলি
কেশ বিনায় ॥ ১৫২ ॥

কুসুম-কাননে যথা,
শোভয়ে পুষ্প লতা,
লালিত্য চঞ্চলতা
মিলিত করি'।
তাহা করি' অতিক্রম,
সজনী-সমাগম
কি শোভে অনুপম,
আ-মরি-মরি !

ঈষৎ বহিলে বায়,
পুষ্প-লতা হেতায়,
হাসিয়া পড়ে গায়
সবে সবার।
হেতা বায়ু হাস্যালাপ,
অঙ্গ লতা-কলাপ,
স্তনের পরিমাপ
ফুলের ভার ॥ ১৫৩ ॥

বাতায়ন পেয়ে মুক্ত,
মলয় সুধা-সিক্ত,
সৌরভ সংযুক্ত
হিল্লোল হানে।

কল্পনা সুধীরে উঠি',
ধরি' কপাট-দুটি,
আঁখির দিল ছুটি
বাহির পানে ॥

হেরিল অমনি ধনী,
সুধার যেন খনি,
বিশদ নিশামণি,
কুমুদ-প্রাণ।
জ্যোৎস্না-আঁচল-ধার
খসি' পড়িছে তা'র,
ফাঁকায় অন্ধকার
না পায় ত্রাণ ॥ ১৫৪ ॥

লতা-পাতা তাম্র-রুচি,
মালিন্য এবে ঘুচি'
ধরেছে শুদ্ধ শুচি
রজত-ভান।
ফুল কিবা ফুটিয়াছে!
কে হায় গঠিয়াছে,
বনেরে করিয়াছে
জীবন-দান!

হেতায় রম্য অটবী,
কোথায় হায় কবি,

জাগিছে তা'রি ছবি,
কল্পনা-প্রাণে।
নয়নে উদ্যান শোভে,
কোকিল শ্রুতি-লোভে,
হৃদয় কেন ক্ষোভে
হৃদয় জানে ॥ ১৫৫ ॥

কোকিল ডাকিল কুহু,
কল্পনা করি' উহু,
নিশ্বাস ফেলে মুহু,
পরাণ কাঁদে।
এ হেন রঙ্গ নিরখি',
তাহার দুই সখী,
করিয়া চোখোচখী,
কহিল ছাঁদে ॥

"হেতা আয় শরগ্গই,
কথা-বারতা কই ;
কেন লো প্রাণ-সই
উতলা অত ?
ভাবিয়া হ'ল যে সারা,
ঠেকে কেমন ধারা,
ঠিক লো মণি-হারা
ফণীর মত" ॥ ১৫৬ ॥

সুরুচি অবাক্ মানি
হেরিল কানাকানি,
ভাবিল "কি না জানি
পাতিছে কল।"
বলিল "তোরা কি হ'লি!
যে দেখি গলাগলি,
কি এত বলাবলি,
আমায় বল্॥"

শরৎ, মধুর-স্বরে,
কহিল হাস্য-ভরে,
"বলিতে মানা করে,
মাধবী মোরে।
বলি তোর কানে কানে,
আয়্ লো এইখানে,
দ্যাখ্ সখীর পানে
ঠাহর করে॥ ১৫৭॥

সন্ধ্যা-থেকে অই ধারা,
উঠিল সব তারা,
নয়নে বহে ধারা,
কথা না ফুটে।
নদী যবে এক টানে,
বহে সাগর-পানে,

ঠেকিলে কোন'খানে,
উথলি' উঠে!
সুরুচি এতেক শুনি',
মনে প্রমাদ গুণি',
চলিল ক্ষণ-ক্ষণি',
সখীর পাশে।
বলিল ক্ষণেক-বই,
"ভাবিছ কেন সই?
ভাবিলে ক্রমশই
ভাবনা আসে॥ ১৫৮॥

শুখায়েছে মুখ-খানি,
একটি নাহি বাণী,
এলিয়ে-গেছে বেণী,
বাঁধিয়ে-দেই।
যে'তে কি হয় একেলা,
মো-সবে করি' হেলা,
গে'ছ ভোরের বেলা,
আইলে এই!——

বলিব কি প্রাণে বাজে!
ও কি তোমায় সাজে!
গিয়াছ মর্ত্ত্য-মাঝে!—
কাঁপে হৃদয়!

অমন কি যেতে আছে!
ও'তে কি দেহ বাঁচে!
লৌহ-পাষাণ-ছাঁচে
গড়া ত নয়!" ॥ ১৫৯ ॥

ভাবনায় নিমগন
হইয়া এতক্ষণ,
বিরহিণীর মন
ছিল কোথায়!
আচম্বিতে ভাবে ধনী,
এসেছে গুণমণি,
শিহরিয়া অমনি
ফিরিয়া চায়।
ভ্রম যবে গেল ঘুচি',
বলিল আঁখি মুছি',
"জ্বালাস্‌নে সুরুচি,
সর্ লো সর্!
একান্ত বধিবি যদি,
ফ্যাল্ আমায় বধি',
মারিস্‌নে দগধি',
মিনতি ধর্! ॥" ১৬০ ॥

এতেক বলিয়া,
বিকলিয়া,

মনেরে শিকলিয়া
বাঁধিতে যায়।
উপবনে আঁখি
দিয়া রাখি',
মন কেমনে ঢাকি,
ভাবে উপায়।

নিরখে মল্লিকা
বিকলিকা!
নিরখে মাধবিকা
কুসুমে ভরা।
বকুল-তলা-টি
ঢাকা মাটি;
কুসুম পরিপাটি
ছেয়েছে ধরা॥ ১৬১॥

বলে "সই শোন্,
কোন্ কোন্
ফুল ফুটেছে গোন্,
করিয়া নাম।
পরাণ ফুরা'ল!
আর না লো!
অই অবধি ভাল!
এখন থাম্!

পারিনে লো আর,
বার বার!
হৃদে পাষাণ-ভার,
তাই সামালি!
নড়েনা লো রাত্র
অনুমাত্র,
জ্বলিয়া-যায় গাত্র
হুতাশে থালি! ॥ ১৬২ ॥

চল্ দেখি যাই
ওই ঠাঁই,
যদি আরাম পাই
ফাঁকায় গিয়া!
ঘরে যেন বিছে
দংশিছে,
অনল বাহিরিছে
শরীর দিয়া!"

উদ্যান-ভূমিতে
পদার্পিতে,
মলয় আচম্বিতে
মাতিয়া বহে;
বিরহিণী তায়
মৃত প্রায়,

কাতরে ক্ষমা চায়,
আর না সহে! ॥ ১৬৩ ॥

গগনে নক্ষত্র
যত্র তত্র,
কাননে ফুল-পত্র
পবনে দুলে।
নয়ন-দুর্লভা
নারী-সভা
তা'-সবে নিষ্প্রভা
করিয়া-তুলে।

জুঁই তুলে নুয়্যে,
মৃদু ছুঁয়্যে,
কেহ কুড়ায় ভুঁয়্যে
বকুল-গাদা।
পাড়ে চাঁপা-ফুলে
বাহু তুল্যে,
পায় গোল্যাব-মূলে
কাঁটার বাধা॥ ১৬৪ ॥

ভাল ফুল খুঁজি'
করে পুঁজি,
লতার সনে যুঝি'
নিকুঞ্জ যুটে।

পিক, পেয়ে নাড়া,
দিল সাড়া,
পল্লব দিয়া ঝাড়া
হরিণ উঠে॥

কল্পনার মন,
ক্ষণে ক্ষণ,
ফিরিছে ত্রিভুবন
কবির সাথে।
ক্ষণে আঁখি-দুটি
ভরি' উঠি',
অলক ভিজাইছে
পলক-পাতে॥ ১৬৫॥

এতেক দেখিছে কবি, ভাব-চক্ষে;
হেনকালে মায়ার তামসী-সখী আইল সমক্ষে।
অন্ধ তমো-রাশি'
কোথা হৈতে আসি'
স্বপ্ন-দেখা ঘুচাইল শেল হানি' বক্ষে॥ ১৬৬॥

বিষবাণ পশিল কবির চিতে!
হৃদয়-হইতে বাহিরয় শ্বাস পরাণ-সহিতে!
হেরি' আশে-পাশে,
বলে হা-হুতাশে
"কল্পনা কোথায়!"—হায় কে পারে কহিতে!॥১৬৭॥

এমনি হইল মন উচাটন,
ধরাতলে ঢলিয়া পড়িল কবি হয়্যে অচেতন।
চরাচর-বিশ্ব
হইল অদৃশ্য ;
পড়িয়া রহিল কবি জড়ের মতন ॥ ১৬৮ ॥

চটক ভাঙিল যেই, কহে কবি "কা'রেই বা বলি !
"চকিতের প্রায় সুস্বপন-রবি অস্তে গেল চলি' !
যায় বটে দিনকর, (সন্ধ্যাসতী প্রকাশ্যে আসিতে
লজ্জে নাকি সে থাকিলে) কিন্তু তবু স-স্মিত রশ্মিতে ১

বিলম্বে পশ্চিম-মূলে ; তরুদের জটিল মাথায়
ক্ষীণ কর নিবেশিয়া, আশিষিয়া, মাগিয়া বিদায়,
অতিশয় অনিচ্ছায় লয় পরে কর অপসারি' !
যায় বটে জলধর, চাতকেরে দিয়া-যায় বারি ॥ ১৭০ ॥

কোথা গেল অচল সিন্ধু-অটবী !
এ যে দেখি সরোবর !" কহে কবি জ্ঞান কিছু লভি'।
সখ্য রসে দেখি',
বলে কবি "এ কি !"
সখ্য বলে "আশ্চর্য্য কিছুই নয় কবি ! ॥ ১৭১ ॥

মায়া-রথে এস্যেছ মানস-ধারে,
বিলাস-পুরীতে চল' মায়ারি আদেশ অনুসারে।"

কবি বলে "হায়!
ছিলাম কোথায়,
এ'লাম কোথায় আর মুহূর্ত্ত-মাঝারে!" ১৭১ ॥

সখ্য বলে "এ সব মায়ার খেলা!
নব রসে পক্ক হ'বে যখন হেরিয়া ভব-মেলা,
চাহে যাহা মন,
পাইবে তখন।
সঙ্গে মোর যা'বে যদি, এ'স এই বেলা ॥ ১৭২ ॥

দেখিবে প্রমোদ-সনে করি' সখ্য,
কাল-রূপ তুরঙ্গে চাবুক-দিতে কেমন সে দক্ষ।
চক্ষে দিয়া ধূলা,
যা'বে দিন-গুলা,
কোন্ দিক্ দিয়া গেল, হইবে না লক্ষ ॥" ১৭৩ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বিলাসপুর-প্রয়াণ।

সখ্যরস দাস্যেরে আদেশ করি'
আনাইল মুহূর্ত্তের মাঝারে অপূর্ব্ব এক তরী।

কবির পাশ্চাতে
আরোহিয়া তাতে,
বলিল "কাণ্ডারি যাও বিলাস-নগরী ॥" ১ ॥

কর্ণধার তরণী লইয়া-চলে ;
স্তব্ধ কিবা সরোবর—যামিনীর যেন মন্ত্র-বলে !
সুধাকর চন্দ্র
একাকী অতন্দ্র,
মোহিছে জগত-আঁখি কিরণ-পটলে ॥ ২ ॥

ছপ্ ছপ্ শবদে চলিল তরী,
কতবার প্রফুল্ল কুমুদ-বন টলমল করি'।
শ্যাম তট-রেখা
দূরে যায় দেখা,
ক্রমে হয় তরুময় কাছে সরি' সরি' ॥ ৩ ॥

কবি ভাবে "মন যে পিছুতে টানে !
কল্পনারে ফেলি'-রাখি' কোন্ প্রাণে এ'লাম এখানে
আসিয়া এ ঠাঁই,
ভাল করি নাই !
না দেখিলে সে আমায়, কি হ'বে কে জানে ! ॥

কোন্ লাজে এখন ফিরিতে চা'ব !
পূর্ব্বে ভাবিলে না মন, এখন বৃথায় আর ভাব'।
ভালে থাকে লেখা,
পুন' হ'বে দেখা !
নিজে পাতি' নিজ ফাঁদ কেমনে এড়া'ব !" ৫ ॥

কর্ণ-ধার কূলে ভিড়াইয়া তরী,
সযতনে বাঁধিয়া রাখিল তথি, দ্রুত অবতরি'।
সখা-দোঁহে শেষে
উঠে-কায়-ক্লেশে,
উঁচা পাড় ভাঙিয়া করিয়া ধরাধরি ॥ ৬ ॥

উত্তরিয়া দিব্য অপরূপ তটে
কবিবর বলিল চৌদিক্ হেরি' "মনোহর বটে !"
ক্ষণেকে হরিষ,
ক্ষণে চিন্তা-বিষ,
মুহুর্মুহু কলপনা জাগে চিত্ত-পটে ॥ ৭ ॥

সখ্য কহে "কি দেখ' রঙীন মাটি !"
কবি কহে "তৃণ-আস্তরণ এ যে অতি পরিপাটী !
হেন লয় চিতে,
কে যেন চকিতে,
ছাঁটিয়া সমান করি' দিয়া গেল ঝাঁটি" ॥ ৮ ॥

কতরূপ কহিতে কহিতে বাণী
উত্তরিল সখা-দোঁহে যথায় বিলাস-রাজধানী।
যতেক বিলাসী
যায় হাসি' হাসি'
রঙ্গে উড়াইয়া কিবা রঙ্গীন উড়ানি ॥ ৯ ॥

রস-ভরে বরষিছে রম্য তান ;
বয়স্যে দেখিয়া কভু পুষ্প করে উপহার-দান।
নবোৎসবে মাতি',
ফুলাইয়া ছাতি,
চলিয়াছে যুব-দল খুলিয়া পরাণ ॥ ১০ ॥

চারিদিকে ফুলের বাজার-হাট,
চলিতেছে বেচা-কেনা, মাঝে-মাঝে চলিতেছে ঠাট।
কানন-গৌরব
কুসুম-সৌরভ
মন্দ-মৃদু গন্ধ-বহে করিছে ভরাট ॥ ১১ ॥

মাঝে-মাঝে অট্টালিকা উচ্চাকার ;
বাতায়ন-দ্বার দিয়া দেখা-দেয় রূপ চমৎকার।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী,
মধুর-নাদিনী,
উচাটন করে মন পথিক-জনার ॥ ১২ ॥

কবির সুখের উৎস নাহি খুলে ;
পশ্চাতে পড়িয়া আছে মন তা'র সরোবর-কূলে।
আশায় কেবলি
ভর করি' চলি'
উত্তরিল সভার উদার দ্বার-মূলে ॥ ১৩ ॥

উত্তরিয়া প্রভা-ময় সভা-দ্বারে
যেদিকে ফিরায় আঁখি উল্লাসের তরঙ্গ নেহারে।
ডাহিনে ও বামে
রম্য থামে-থামে
লুটাইছে ফুলমালা ফুল-পত্র-তারে ॥ ১৪ ॥

সিংহাসনে বসিয়া প্রমোদ-রাজ
মদিরা-তরুণী-সনে শোভায় উজলে সভা-মাঝ।
পূরণিমা-শশী
তারা-সনে বসি'
আলো-করে যেইরূপ গগন-সমাজ ॥ ১৫ ॥

কুসুমের মুকুটে ভূষিত-শির,
গলে কুসুমেরি মালা সাজিয়াছে শোভন-রুচির।
অপ্সরা কিন্নরী,
সিদ্ধা-বিদ্যাধরী,
কাঁপাইছে নৃত্য-গীতে রজনী-গভীর ॥ ১৬ ॥

চারিদিকে লোকের পড়িছে ঝাঁক,
কেহ দেয় সাধুবাদ কারো মুখে নাহি সরে বাক্।
কেহ বা গরবে
থাকিয়া নীরবে
মনে-মনে গরল করিছে পরিপাক॥ ১৭॥

মগ্ন-চিতে দেখিছে প্রমোদ-রায়,
কভু বলে "অপূর্ব্ব!" কখনো "দিব্য!" কভু "হায় হায়
হাসি-হাসি মুখ,
ভুঞ্জিতেছে সুখ,
হেনকালে সখ্য-রসে দেখিবারে পায়॥ ১৮॥

সখ্য-প্রেমে অমনি সকল ভুলি',
"আরে আরে এ'স এ'স" বলিয়া করিল কোলাকুলি।
সখ্য-রস কহে
"এত অনুগ্রহে
পড়িব পর্ব্বত-চাপা ক্ষুদ্র আমি ধূলি॥ ১৯॥

রত্ন যত সকলি রাজার ভোগ্য;
কবি-রত্ন এই যে দেখিছ, এটি মুকুটেরি যোগ্য।
কবির লেখনী
সুবর্ণের খনি,
কবির বচন-সুধা ভাপের আরোগ্য॥ ২০॥

হে রাজন্! কবিতা-কমলিনীর
সবিতা নিরখ' এই! বর-পুত্র সারদা-দেবীর!
কবি কহে "আমি
করি পাগলামি,
তা' যদি কবিতা হয় ভাগ্য সে কবির!" ॥ ২১ ॥

হাস্য বলে "ও সব সংক্ষেপে সার'!
কবিতার, সবিতার, বনিতার, ভণিতার, কারো
নাহি ধারি ধার;
পেট্‌টি জানি সার
মণ্ডা যা'তে লয় পায় গণ্ডা-দশ-বারো ॥ ২২ ॥

দূর-হৈতে প্রণমি সারদা-মায়,
কাছে না এগ'ই পাছে বীণার বাতাস লাগে গায়!"
নৃপ কহে "বটু
ভোজনেই পটু!
কান পাতিও না তুমি উহার কথায় ॥ ২৩ ॥

এই ঠাঁই বইস আমার কাছে;
মন মোর বলিতেছে তোমা-সনে পরিচয় আছে।
কোথায় আলয়?"
সখ্য-রস কয়
"বলিতে কুণ্ঠিত উনি না বিশ্বাস' পাছে ॥ ২৪ ॥

ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর ;
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির !
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো-করে কবি ॥ ২৫ ॥

বলে ভূপ উঠিয়া সোল্লাস-মনে
"স্বপ্ন দেখিতেছি একি ! করিয়াছি দেব-নিকেতনে
কত কাব্য-পাঠ,
কত বাল্য-নাট !
কবিবরে দেখি আজি একি শুভক্ষণে ! ॥ ২৬ ॥

সকল দুঃখের হ'ল অবসান !
তোমায় পাইয়া আজি, মৃত-দেহে পাইনু পরাণ।
আজি হারা-নিধি
মিলাইল বিধি !
বন্ধু কেবা আছে মোর তোমার সমান !" ॥ ২৭ ॥

এত বলি' বাঁধি' আলিঙ্গন-পাশে
বলে ভূপ "উদ্যানে বেড়াই চল' মলয়-বাতাসে।
মনে-পড়ে কবি
নন্দন-অটবী ?
বেড়া'তাম কি তখন মনের উল্লাসে ! ॥ ২৮ ॥

কবি কহে "কোথায় সে দিন হায়!
সেই সন্ধ্যাকাল, যবে পূর্ণিমার প্রেম-পিপাসায়
আগে-ভাগে শশী
উঠি' আছে বসি'—
ফুল কুড়া'তেছি মোরা বকুল-তলায়! ॥ ২৯ ॥

এ জনমে আর কি তেমন হয়!
প্রাতে দেখ নলিনীরে, বিকসিত শত কিসলয়!
অপরাহ্নে তা'র
ম্লান মুখাকার!
সায়াহ্নে চাহিয়া দেখ', সে আর সে নয়!" ॥ ৩০ ॥

কহিল প্রমোদ-ভূপ "সে কি কবি!
যৌবনের এখন অরুণোদয়, এ'রি মধ্যে রবি
অস্তে যা'বে চলি'!
ফুটিয়াছে কলি
নূতন কেবলি এই, শুখা'বে অটবী! ॥ ৩১ ॥

রসের ভাণ্ডার তুমি সুচতুর,
তোমারেও হ'বে কি বলিয়া-দিতে—এ বিলাস-পুর!
বিলাস-বসন্ত
জানে কভু অন্ত?
এসেছ তটিনী-কূলে তৃষ্ণায় আতুর! ॥ ৩২ ॥

অই শুন' গাইছে কিন্নরী-সবে !
এই দিকে আসিতেছে সবে মিলি', মাতিয়া উৎসবে !
কি বলিব অন্য—
পোষ মানে বন্য
ও রূপ লাবণ্যে, কবি, ও সঙ্গীত-রবে !" ৩৩ ॥

এমনি মোহিত হ'ল কবিবর,
উত্তরীয়-বসন পড়িল খসি', না হ'ল খবর ।
কহে নরপতি
"অভিনব ব্রতী
কবিরে, তোমরা সবে, ভাবিও না পর ॥" ৩৪ ॥

বলে কবি "এ কি স্বর্গ ?
হেতাকার সংসর্গ
পাইলে বিন্দু-বিসর্গ
তীর্থে কিবা কাজ !
পদ্ম-আঁখি বিম্বাধরী
কি সকল বিদ্যাধরী !
হেরিলে মুখ-মাধরী
চাঁদে পায় লাজ !
দেখিয়া শুনিয়া কবি
হইল অবাক্-ছবি !
নিরখে তৃপ্তি না লভি'
নয়ন-যুগলে !

নারী-সবে করি' সন্ধি
কবিরে করিল বন্দি,
সুধা-হাতে সুধা-গন্ধি
মালা দিয়া গলে ॥ ৩৫ ॥

নৃপ কহে "বিনোদ-কাননে চল' !
এ'স তুমি মদিরা আমার সনে ! দ্রাক্ষা-ফল দল'
অই রাঙা পায় !
হোতা লজ্জা পায়
অরুণ, আলতা আর কি করিবে বল' ॥ ৩৬ ॥

আদিরস কোথায় ? লালসা কই ?
কোন' কথা শুনিতে চাহি না আজি রসালাপ বই !"
মেখলার রবে
চেতি'-উঠি' সবে,
বলিল "লালসা ধনী আসিতেছে অই ! ॥ ৩৭ ॥

যেমতি বরষা, চাতক-ভরষা,
বিলাস-পুর-জনের, কবিবর, তেমতি লালসা !"
লালসে নিরখি'
হরষে পুলকি',
স্মর-শিষ্য আদিরস বলিল সহসা ॥ ৩৮ ॥

"প্রিয়া মোর লাবণ্য-সুধার খনি !
মুখ-খানি দেখিলে চাঁদের মুখ শুখায় অমনি !
নয়নের ছাঁদে
মৃগী পড়ে ফাঁদে !
চোরা ছোরা হানে প্রাণে একেক চাহনি !" ॥ ৩৯ ॥

নৃপ বলে কবিরে "চাহিয়া দেখ' !
মেঘ বলে কাহাকে, কাহাকে শশী, ওই ঠাঁই শেখ' !
কা'রে নীলোৎপল !
কা'রে বিম্ব-ফল !
ঘরে গিয়া তখন কবিতা লয়্যে থেক্যো ! ॥ ৪০ ॥

আহা ! আহা ! চঞ্চল-কমল-নেত্র
মরি কিবা করিছে ভান !
ভুরু-ধনুতে করে কুরু-ক্ষেত্র,
তনুতে নাহি রহে প্রাণ !
বাসায় যা'বে চলি', আশায় বধি',
না রাখিয়া চরণ-চিহ্ন,
তখন বলিবে 'হা দারুণ-বিধি !
শুভ নাই মরণ ভিন্ন !' " ॥ ৪১ ॥

এইরূপ সরস আলাপ করি'
ছড়াইয়া-পড়িল বিনোদ-বনে নাগর-নাগরী।

বিল

তটিনী

বীণা প্রা

নিকুঞ্জে পরাণ টানে

লালসারে বলে ভূপ "ক

ইঁহারে শুনাও গীত ;" এত শুনি

যৌবন-ধরমে

শরম-ভরমে

চাহে মুহু কবি-পানে মন-উন্মাদিনী

নৃপ কহে "লজ্জা কি কবির কাছে !

গুণী পরখিবে গুণ, হেন ভাগ্য আর কিবা আছে

গুণে যা'র তোষ,

গুণে সে কি দোষ ?

মধু ফেলি' কোন্ অলি রেণু-কণা বাছে ?" ॥ ৪৪ ॥

প্রাণ চাহে চাহিতে কবির পানে,

শরমে চাহিতে নারে সুবদনী সভা-মাঝখানে ।

না চাহিতে গিয়া

ফেলিল চাহিয়া,

লজ্জা হ'ল অপ্রতিভ প্রেম-সন্নিধানে ॥ ৪৫ ॥

চাহিল অমনি যেই কবিবর,

আঁখিতে মিলিতে আঁখি, পঞ্চ-শর পাইয়া বিবর,

মলে,

ছলে

কবির কলেবর ॥ ৪৬ ॥

তি সাহস-দানে

! গাও!" ততই সে পরাজয় মানে।

গীতটি যেমনি

ধরিল রমণী,

রব অমনি সব; যে আছে যেখানে ॥ ৪৭ ॥

ভূপতির নয়ন হইল স্থির!

ভূপতি ত নাই আর, ভূ-পতিত হয় বা শরীর!

কবির রতন

ছবির মতন,

চেতন কি অচেতন দুয়ের বাহির! ॥ ৪৮ ॥

প্রাণ, মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ,

ইহার যে-কিছু ছিল অবশিষ্ট কবিতে তখন,

ক্রমে তা'র কিছু

না রহিল পিছু,

গীতের পীযূষ-স্রোতে মজিল যখন ॥ ৪৯ ॥

"আহা আহা অমৃত অমৃত!" বলি',

মকরন্দে অলি যথা সুধা-স্বরে কবি গেল গলি'।

গীত মাত্র পিয়া
রহে যেন জিয়া !
"আর এক বার গাও !" কহিছে কেবলি ॥ ৫০ ॥

কবি-প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভূপ
সঁপিল বয়স্য-ভাবে পুষ্প এক অতি অপরূপ।
কবি নত হয়্যে,
কর পাতি' লয়্যে,
সখ্যরসে বলিল, থাকিতে-নারি' চুপ ॥ ৫১ ॥

"ওহে সখ্য! প্রেম-সিন্ধু সুদুস্তর !
পার হ'ব কেমনে বলিতে-পার'? ব্যাঘাত বিস্তর !"
সখ্যরস কয়
"পুষ্প ও ত নয়,
প্রস্তর বিঁধিতে-পারে এমনি অস্তর !" ॥ ৫২ ॥

কবিবর কথার বুঝিয়া মর্ম্ম,
বলিল "যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছি জানিছেন ধর্ম্ম !
ভঙ্গ-দিতে রণে
পারি বা কেমনে ?
অতএব দেখ' মোর সাহসের কর্ম্ম !" ॥ ৫৩ ॥

এতেক বলিয়া বাগী, কবিবর,
নিক্ষেপ করিল পুষ্প লালসার বক্ষের উপর।

লালসা নিরস্ত্র,
সামলায় বস্ত্র,
হাসিয়া কুড়ায় পুষ্প, অঙ্গ থর থর ॥ ৫৪ ॥

লালসার উথলিতে মনস্কাম,
শরমে মরমে মরি', গীতে দিল ক্ষণেক বিরাম।
কি যেন আটকে
ফিরিয়া নিরখে!
নানা ভানে রাখে স্থানে মেখলার দাম ॥ ৫৫ ॥

গীত-গান যেমন হইল ভঙ্গ,
মালা-চ্ছলে লালসার গলে কবি সঁপিল অনঙ্গ।
গলে পেয়ে মালা
বিলাসের বালা,
তুল্য-রূপ মূল্য দিতে হানিল অপাঙ্গ ॥ ৫৬ ॥

কহে কবি "দিয়া-ফেলিয়াছি হিয়া জনমের মত!
আছে কি আমার? যে, আমায় তুমি মারিতে উদ্যত
চোখাইয়া চাহনি—বিষম ভুরু-ধনুকের বাণ!
মশক বধিতে কেন ঘোরতর পাতিছ কামান! ৫৭

মরায় মারিছ কেন! একান্তই অধীন মানব—
তবে কেন মোর প্রতি এ-হেন দারুণ উপদ্রব!
অমন ত হন্তারক দুটি আর দেখে নাই কেহ!
কি চাও বল না! চাও জীবন না হৃদয় না দেহ! ৫৮

লও লও এখনি সকল লও! কি যে ও চাহনি
কি বলিব! ফিরাও উহারে শীঘ্র! কিছু নাহি গণি
অসাধ্য উহার! পারে অবনীরে রসাতলে দিতে!
অই কাল-হুতাশনে সাধ গেছে পতঙ্গ হইতে! ৫৯

বসন্ত-বায়ুতে যথা কুসুমিত নিকুঞ্জ-বিপিন
মরমে মরিয়া হয় সমীরের একান্ত অধীন;
ফুলের মঞ্জরী-হ'তে সউরভ-নিশ্বাস বেরোয়,
যে-দিকে নোয়ায় মৃদু-সমীরণ, সেই-দিকে নোয়; ৬০

সেই দশা করেছ আমার—চাই রাখ' চাই মার'!
অসাধ্য কি আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পার'
নয়ন-ভঙ্গিতে! বল' বল' তাই কি করিবে দীন
শুধিতে অমূল্য অই চাহনির মর্ম্মভেদী ঋণ!" ৬১

এত বলি' হৃদয় ঢালিয়া-দিয়া
লালসার পানে চায়, সুগভীর কটাক্ষ ফাঁদিয়া।
তাহে সুবদনী
পরমাদ গণি',
এগোইতে নাহি পারে বিভ্রমে বাধিয়া ॥ ৬২ ॥

একবার বলয়-অঙ্গদ সারে,
একবার বামাঙ্গিনী মেখলায় ফিরিয়া নেহারে।

গোলাব-কণ্টকে
বস্ত্র বা আটকে,
ফিরিয়া-ফিরিয়া তাই হেরে বারে বারে ॥ ৬৩ ॥

হাস্য বলে "এবার আমার পালা !
কথা-ই শুনে না কেউ, হ'ল মোর ভস্মে ঘৃত ঢালা !
দক্ষি-মারে, রূপ,
তা'র বেলা চুপ !
গুণ চেঁচাইয়া খুন, তা'র বেলা কালা ! ॥ ৬৪ ॥

হ্যাদে-দেখ ! ব্যাধে যে লুটিছে নীড় !
মজাইল পীন-স্তন ক্ষীণ-মাজা নিতম্ব নিবিড় !
ব্রাহ্মণের ছেলে
খে'লে কি না খে'লে,
সে তত্ত্ব চুলায় গেল, অই দিকে ভিড় !" ॥ ৬৫ ॥

আদিরস বলিল "কি ঘোর পাক
খেলিতেছে ভুজঙ্গিনী আমা-সনে ! হয়েছি অবাক্
দেখি' লালসার
আচার ব্যাভার !
ফিরিয়াও চাহিল না, কথা দূরে থাক্ ! ॥ ৬৬ ॥

কবির ঘুচা'ব আজি কবি-পনা !
কবিরে যে পরাণ-সমান বাসে, সেই কলপনা
আছে এই ঠাঁই !
আপনার ভাই
প্রমোদ তাহার, তাই করে আনাগনা ॥ ৬৭ ॥

সন্ধ্যাভ্র-গিরিতে ছিল সন্ধ্যাবেলা,
কবির উদ্দেশে হেতা আসিয়াছে একেলা-একেলা
চড়ি' মায়া-রথে।
মোরে আজি পথে
ধরিল কুসুম-ধনু ; তা'রি আমি চেলা ॥ ৬৮ ॥

কবি-কল্পনার, সব সমাচার,
শুনাইল সে আমায় ; তেঁই এত বিলম্ব আমার।
তোমার ত ভাই
গতি সব ঠাঁই ;
কল্পনারে বল' গিয়া কবির ব্যাভার ॥" ৬৯ ॥

হাস্য বলে, "থাকিলে হ'বে-কি গতি !
সেথা যে বেয়াড়া গতি ! কল্পনা শুধু কি রূপবতী ?
উপবীত দেখি'
ভয় পা'বে সে কি ?
বলিব কি, মুখাগ্রে তাহার সরস্বতী ! ॥ ৭০ ॥

সম্মুখে এই যে সব নিতম্বিনী,
এ'রা সবে জানে মোরে 'সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য-দেব ইনি!'
ব্রাহ্মণের চিহ্ন,
পইতা-টি ভিন্ন,
আর কিছু নাহি খোঁজে এসব কামিনী! ॥ ৭১ ॥

এ'দের সহিতে হ'লে মুখামুখি,
অনুস্বর জোড়া-দিয়া অনর্গল সংস্কৃত ফুঁকি।
লই আমি লস্ফ,
না করি আলস্য,—
সংস্কৃত চাগিয়া-উঠে লম্ফ যেই গুঁকি! ॥ ৭২ ॥

উদরেই ব্রহ্মণ্য-দেবের বাসা!
গলায়-গলায় তথি মিষ্টান্ন যখনি হয় ঠাসা,
'আঃ' এই ধ্বনি
বেরোয় অমনি!
মিষ্টান্ন বিহনে কভু মিষ্ট হয় ভাষা! ॥ ৭৩ ॥

খালি-পেটে হই যদি অগ্রসর,
কি বলিতে কি বলিব—কবি হবে গুণের সাগর,
আমি মিথ্যাবাদী!"
কহে তায় আদি
"সে জন্য তুমি গো হাস্য হয়ো না কাতর ॥ ৭৪ ॥

এই মাত্র যেই মালা কবিবর
লালসার গলে দিল, কল্পনাই তার কারিকর।
সেই ফুল-ডোর
ধরি-দিবে চোর,
তা' যদি আনিতে পার মুষ্টির ভিতর ॥ ৭৫ ॥

শুভ কাজে হাস্য, করো না আলস্য,
কৌতুকের এমন সুযোগ আর পা'বে না বয়স্য!
কল্পনা-রমণী
আসিবে এখনি
কবিবরে শিক্ষা দিতে, দেখিবে রহস্য ॥" ৭৬ ॥

হাস্য-রস হাস্যের পাইলে গন্ধ,
কা'র সাধ্য—ঘরে চাবি-দিয়া তা'রে করি-রাখে বন্ধ।
লালসার কাছে
তেঁই ভিক্ষা যাচে,
"সুন্দরি ভিক্ষাং দেহি বাড়ুক আনন্দ ॥" ৭৭ ॥

এত শুনি' হাসিয়া-বলে লালসা,
"ঘরে ত আছেন ধনী, তবে কেন ভিখারীর দশা!"
হাস্য বলে "রাম!
করিও না নাম।
সে ধনীর পুঁজি মাত্র কেবল বচসা! ॥ ৭৮ ॥

দ্রোণাচার্য্যে দিতে পারে বাণ-শিক্ষা —
এমনি মুখের তেজ! চক্ষে তা'র বিরাজে কামিখ্যা—
তীর যবে দাগে
ভেবা-চেকা লাগে!"
বলে ধনী "সেই ঠাঁই কর'-যাও ভিক্ষা!" ॥ ৭৯ ॥

হাস্যরস বলি'-উঠে "ওরে বাপা!
বাঘিনীর থাবায় যেমন থাকে নখ-গুলা চাপা,—
ঠাণ্ডার সময়
নাহি কোন ভয়,
বেরোয় ক্ষুরের ধার হ'ল যদি খাপা! ॥ ৮০ ॥

এই বার আমায় ফেলিবে সারি'!
বাড়ি-মুখা হই নাই আজি আমি দিন দুই চারি
ব্রাহ্মণীর ডরে,
নিত্য তাঁ'র তরে
ফুল-মালা যোগাও, নহিলে মহামারী! ॥ ৮১ ॥

মালী নই মালার কি ধারি ধার!
কিনিয়া-দিলাম যদি এক ছড়া, রক্ষা নাই আর!
তিল-সম দোষে
গর্জ্জি'-উঠে রোষে!
অই ছড়া দেখিতেছি বড় চমৎকার! ॥ ৮২ ॥

কান্ত-গলে পড়ুক্ প্রেমের ফাঁস,
অই ছড়া ভিক্ষা দেও, তা' নহিলে ছাড়িব নিশ্বাস!"
শাঁপ-ভয়ে, বালা,
কবির সে মালা
হাস্যরসে দিল যেই, হ'ল সর্ব্বনাশ! ॥ ৮৩ ॥

সেই মালা-ছড়াটি লইয়া হাস্য
দেখাইল কল্পনারে, পদে পদে করি' তা'র ভাষ্য।
কল্পনা-রমণী
উঠিল অমনি!
কি যে হ'ল পরিণাম ক্রমশ'-প্রকাশ্য ॥ ৮৪ ॥

ফিরি'-আসি' নিরখিল হাস্য-রস,
রঙ্গরস-তরঙ্গে ঢেলেছে অঙ্গ মদিরা-লালস।
গাইছে মদিরা
কিঞ্চিৎ অধীরা,
নাচিতেছে লালস যৌবন-মদালস ॥ ৮৫ ॥

নৃপ কহে "তোমার, মদিরা-ধনী,
কি মিষ্ট মুখ-কমল! মধু-গন্ধে মোহিত অবনী!
মিছিরির পানা
আছে মোর জানা,
বিম্ব অধরের কাছে নিম্ব-হেন গণি ॥ ৮৬ ॥

আশ নাহি মিটে মোর আস্বাদিয়া,
সুরাসুরে বাধিল বিষম দ্বন্দ্ব যাহার লাগিয়া।"
বলিল তরুণী
"এক মুখে শুনি
কত যে! কখন বিষ—কখন অমিয়া॥ ৮৭॥

বিষ হয়ে সুধা হৈনু, সে কেমন!"
নৃপ কহে "তা' জান' না! দুই পক্ষ চাঁদের যেমন—
এক পক্ষ আলো
আর পক্ষ কালো—
তেমনি গরল-সুধা বিরহ-মিলন॥" ৮৮॥

পেয়ে প্রাণ-কান্ত, নৃত্যে দিল ক্ষান্ত
লালসা; বলিল কবি "ভৃত্য আমি তোমার একান্ত!"
লালসা-রমণী,
গলিয়া অমনি,
চলিল কবির পাশে কত যেন শ্রান্ত!॥ ৮৯॥

কবি কহে "ক্ষীণ-দেহে এত গুরু
আয়াস সহিবে কেন! আহাহা ব্যথিল নাকি উরু!"
হাস্য বলে "ব্যথা
ভাল নহে কথা!
রোগ উটি বিষম! চিকিৎসা হোক্ সুরু!" ৯০

কহে ধনী "শুনেছ কথার ছিরি !"
এত বলি লজ্জায় মরিয়া-গিয়া ঢাকে কুচ-গিরি।
অবসর লভি'
হাস্য কহে "কবি,
এই-দিকে এক-বার এ'স ধীরি ধীরি ॥ ৯১ ॥

কথা আছে একটি, তোমার সাথে,
উঁকি-দিয়া দেখ ওই কুঞ্জ-বনে স্বর্গ পা'বে হাতে !
লালসা লজ্জায়
মুর্চ্ছা যায়-যায় !
ও'রে বধিও না আর লোকের সাক্ষাতে। ৯২ ॥

কবি কহে "রক্তিম হইল লাজে
আহা মরি মুখ-খানি উহার ! এত লোকের মাঝে
আর না অধিক !"
বলিয়া প্রেমিক
যায় ধীরি, চায় ফিরি', মর্ম্মে শেল বাজে ! ৯৩ ॥

দেখে কবি আড়ালে করিয়া স্থিতি,
নয়ন-সলিলে কলপনা-বালা ভাসাইছে ক্ষিতি !
ম্লান মুখচ্ছায়া,
দেখি' হয় মায়া,
উষার তারকা যেন করুণ-আকৃতি ॥ ৯৪ ॥

সুভুজ-মৃণালে কর-কিসলয়,
তদুপরি কপোল-পঙ্কজ শোভে, ম্লান অতিশয় ;
ভাসিছে বিরলে
নয়নের জলে ;
এ জনার এ মুরতি কা'র প্রাণে সয় ! ॥ ৯৫ ॥

এ বিপদ ঘটাইল যেই মালা,
করে করি' তুলিল সেই-টি যেই কলপনা-বালা,
কুপিত সে ফণী
দংশিল এমনি,
ছুঁড়িয়া ফেলিল ধনী, নিবারিতে জ্বালা ॥ ৯৬ ॥

লইয়া তাহারি এক ছিন্ন ফুলে,
নয়নের জলে, কলপনা তা'রে, বাঁচাইয়া-তুলে।
পাপড়ি উলটি'
নিরখে ফুলটি,
ধরিয়া কোমল বোঁটা দুইটি আঙুলে ॥ ৯৭ ॥

কি চক্ষে দেখে যে ফুল, বিরহিণী !
ফুরায় না দেখা আর ! পড়ে যেন দুঃখের কাহিনী !
পড়া শিখিয়াছে
ফুলধনু-কাছে,
ফুলের তেঁই সে এত মরম-গ্রাহিণী ॥ ৯৮ ॥

পুষ্প, নারী-হৃদয়ের দরপণ ;
অবলা-লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি অরপণ
তা'র দলে-দলে ;
তেঁই গীতচ্ছলে
মনোজ্বালা করে বালা ফুলে আরোপণ ॥ ৯৯ ॥

"মনঃ প্রতি নিরখিয়া ভাবিতেছি মনে মনে,
শুখায়েছে যেই ফুল প্রফুল্ল হ'বে কেমনে !
বসন্ত যদিও এ'ল,
পিকবর সাড়া দিল,
এ ফুল হতভাগিনী নারে শির-উত্তোলনে ! ॥ ১০০ ॥

বহিতেছে মলয় প্রফুল্ল ফুল-বন দিয়া,
আনন্দে সকল ফুল খুলিয়া-দিয়াছে হিয়া ;
এ'র কাছে সব ফাঁকি !
ভূমি-তলে দিয়া আঁখি,
দেখিতেছে কতক্ষণে শ্বাস যায় ফুরাইয়া ! ॥ ১০১ ॥

তোল' তোল' হে মলয় ইহার আঙুল-দুটি ধরি !
হায় উঠিবে না !
সুধাও একটি-বার এ'রে তুমি ওগো মধুকরি !
হায় ফুটিবে না !
মরণেরে বরিয়াছে পরাণের প্রিয় !
কথায় এখন কারো কাণ দিবে কি ও ?" ॥ ১০২ ॥

আর না থাকিতে পারি সঙ্গোপনে,
দেখা-দিয়া কল্পনারে কহে কবি সুধা-সম্ভাষণে ;
"নিকটে এগ'ই
তা'র যোগ্য নই !
বিশ্ব যায় গড়াগড়ি ও চারু চরণে ! ॥ ১০৩ ॥

ডালপালা-জানালার দ্বার-দিয়া
শশী দেখে মুখ-শশী নভস্তলে বসি' বার-দিয়া !
মরে মনোদুখে,
হাসে তবু মুখে !
মেঘের আড়াল পে'লে বাঁচিত কাঁদিয়া !" ॥ ১০৪ ॥

বলিল কল্পনা-বালা মৃদু হাসি'
"কা'রে কাঁদাইয়া-আসি' শ্রবণে ঢালিছ সুধারাশি !
কহিতে মধুর
তোমরা চতুর !
হরিণী শিকার কর' বাজাইয়া বাঁশি ॥ ১০৫ ॥

দিলাম যে মালা ছড়া তাহা কই !"
কবি বলে "সে মালা হৃদয়ে গাঁথা, প্রেম তা'রে কই !
সেই ফুল-হার
করিয়াছি সার !
সেই মোর জপ-মালা ! জানি না তা' বই !" ॥ ১০৬॥

"কা'রে দিলে সে মালা" বলিল ধনী ;
কবি বলে "আপনি কাড়িয়া-লয়্যে জান না আপনি !"
শুনি' বলে বালা
"এই লও মালা !
ফিরাইয়া-দেও গিয়া ফণিনীর মণি !" ॥ ১০৭ ॥

কবি ডাকে "যেয়্যো না, যেয়্যো না" বলি',——
মান-ভরে ঝঙ্কারিয়া নূপুর কল্পনা যায় চলি'।
কবি বলে "হায়
একি হ'ল দায় !
বজ্র হানি' চলি'-গেল কনক-বিজলি !" ॥ ১০৮ ॥

হাস্য বলে "বিষম ভাঁটার টান,
ও কি আর ফিরে কবি ! বাধা দিলে বাধিবে তুফান !
আসিয়াছে সখা
করিয়াছ লক্ষ ?
না কেবল করিতেছ তরুণীর ধ্যান !" ॥ ১০৯ ॥

কহে কবি "জ্বলিতেছি সে অবধি
আর নারি জ্বলিতে ! অরে দুরাশা শেষ কর্ বধি' !
কাল-ফণী ও রে
দংশি' মার্ মোরে !
আশ্বাস-নিশ্বাসে কেন মারিস্ দগধি' ॥" ১১০ ॥

শ্বাস যতক্ষণ, আশ ততক্ষণ ;
শ্বাস-ভুজঙ্গমে কবি আশা-বায়ু করায় ভক্ষণ !
তবু সে যে অহি
মনো-দাহে দহি'
রহি রহি বাহিরয়, ভাল না লক্ষণ ! ১১১ ॥

বলি'-উঠে কবিবর হা-হুতাশে
"রক্ষা কর' আমায় ! বাঁচিনে হায় ! গেলাম ! কোথা সে?
আর কি এ চোক
পি'বে সে আলোক !
আর কি জুড়া'বে কাণ সে কোকিল-ভাষে ! ॥" ১১২ ॥

সখ্য বলে "কথাটা কি ?" কবি কয়
"কথায় কি হ'বে আর, ভোলা ভাল, তোলা কিছু নয় !"
সখ্য-রস কয়
"তাপিলে হৃদয়
সময়ে শময়ে, যদি অনাবৃত হয় ॥ ১১৩ ॥

বদ্ধ-জল স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত-কারী ;
স্রোতের যেখানে হয় গতায়াত, পুণ্য সেই বারি।
বদ্ধ সমীরণ
রোগের কারণ,
মুক্ত-বায়ু গঠে আয়ু জীবন সঞ্চারি' ॥" ১১৪ ॥

কবি কহে "করো না গো জ্বালাতন!
অসময়ে নাহি রুচে, রসময় কথোপকথন!
বিষময় দুখ
না দেখায় মুখ,
ভূমি তলাইতে চায় ফণীর মতন॥ ১১৫॥

বিষ-বীজ পাইলে হৃদয়ে স্থল,
অঙ্কুরিতে নাহি চায়, শিকড়িতে যত তা'র বল!
বিদরিয়া প্রাণ
ব্যাপে সব স্থান,
টানিয়া বাহির করা যন্ত্রণা কেবল॥ ১১৬॥

হইয়াছে আমার যা' হইবার!
ডুব-দিয়া তলাইতে পারা-যায় মহা-পারাবার—
রমণীর মন
বস্তু যে কেমন—
পারাবারে পারা-যায় তা'রে পারা ভার! ১১৭॥

বাহু-পাশে বিলাসে অমর-পুর,
চাহনিতে মন্দাকিনী, সুধা জিনি বচন মধুর।
চতুরা রমণী
দেখায় এমনি,
শাণায় হৃদয়-শাণে বিষ-মাখা ক্ষুর॥" ১১৮॥

সখ্য বলে "ও কথা বলিছ যবে,—
'জাতির ধরম ওইরূপ' ভাবি', থাক'না নীরবে!
তাই কি বিহিত?
বলি শুন' হিত,
সাধিলে পাইবে ধন, ভাবিলে কি হ'বে?" ১১৯ ॥

দুনয়ন কবির মৃত্তিকা-পানে;
মোটা মোটা ঝরিতে-লাগিল ফোঁটা, বারণ না মানে।
সখ্য বার-বার
বলিবে কি আর!
কবির মনের জ্বালা, কবি শুধু জানে! ॥ ১২০ ॥

ভাবে কবি অধর চাপিয়া দাঁতে
"যা'ক্ যা'ক্ সব যা'ক্! সমুদায় যা'ক্ অধঃপাতে!
কিছুতে আমার
কাজ নাই আর!
প্রেমের যা' ফল, তা' পে'লেম হাতে-হাতে ॥ ১২১ ॥

প্রেম তোর মৃদু-প্রাণ অতিশয়,
পথ-ঘাট কিছু না জানিস্, অন্ধ বলিলেই হয়,
পৃথিবী-অরণ্যে
আইলি কি জন্যে!
ফিরে-যা যেখানে তোর জনম-আলয়!" ১২২ ॥

নিশ্বাসিয়া, কর সমর্পিয়া বুকে,
তরু-মূলে ঠেস দিয়া বসে কবি মরমের দুখে।
বাষ্প, হয়্যে লোল,
বাহিয়া কপোল,
কলঙ্ক দাগিতে-থাকে ম্লান শশি-মুখে॥ ১২৩॥

সখ্য বলে "শোভে না তোমায় বলা,
সকল রোগের ঔষধ আছে, হয়্যো না উতলা।
কল্পনা-কুমারী
হইবে তোমারি ;
পাষাণ ত নহে ধনী, মৃদু সে অবলা! ১২৪॥

যা'তে তব আশার সুসার হয়,
পরে তা'র উপায় করিব আমি, এ সময় নয়।
একটু কু-বায়
তরণী ডুবায়,
সু-নাবিক ছাড়ে তরী দেখিয়া সময়॥ ১২৫॥

চল' রাজ-সভায় বসি-গে যাই,
নৃপ-দরশন মাগে বীর-রস, সমারোহ তাই।
যত বিদ্যাধরী
যতেক কিন্নরী,
সবে গেছে সভায়, উদ্যানে কেহ নাই॥ ১২৬॥

বীররসে দেখিবে সুজন অতি ;
রণস্থলে দেখ' যদি নিরখিবে আরেক মূরতি !
দেখিলে সে মূর্ত্তি
ঘুচে বাক্‌স্ফূর্ত্তি ;
হেতা চন্দ্র, সেথায় প্রচণ্ড দিবাপতি !" ॥ ১২৭ ॥

এত বলি' সখ্যরস, কবিবরে
সঙ্গে করি' লয়্যে গেল প্রমোদের রাজ-সভা-ঘরে।
বসিল যখন
বয়স্য-দুজন,
বীররস প্রবেশিল ধীর-পদ-ভরে ॥ ১২৮ ॥

তাহাতেই, বীরের চরণ-দাপে
সভার চমক লাগে, ভবনের ভিত্তি-মূল কাঁপে।
বজ্র-সম কায়
অগ্নি উগরায়,
অরি-শত ডরি'-যায় ভীষণ প্রতাপে ॥ ১২৯ ॥

বলে বীর ফিরিয়া পশ্চাৎ পানে
"ভয় নাই চলি' এ'স" এত বলি' সঙ্গে ডাকি'-আনে
প্রমদা-নামিনী
মুগুধা-কামিনী ;
দাঁড়াইয়াছিল ভীরু দ্বার-সন্নিধানে ॥ ১৩০ ॥

বলে বীর "চলি' এ'স নাহি ভয় ;"
লজ্জা সামালিতে-গিয়া গোঁয়াইয়া কতক সময়,
ধীরে ধীরে অতি
আইল যুবতী,
নয়ন-চকোরে সব, করি' চন্দ্রোদয় ॥ ১৩১ ॥

বীর বলে "রাজার দুহিতা ইনি,
অরাতি-কিরাত-হস্ত এড়াইয়া ভয়ার্ত্ত হরিণী
সিংহাসন-আগে
প্রতীকার মাগে ;
নৃপ-বিনা আর্ত্ত-দুখে আর কেবা ঋণী ॥" ১৩২ ॥

"অবশ্য অবশ্য" বলি' নরপাল
বসাইলে প্রমদারে, নিবেদিল আসি' দ্বার-পাল
"দূত এক জন
মাগে দরশন ;"
নৃপ ভাবে "কোথাকার আইল জঞ্জাল !" ॥ ১৩৩ ॥

বলে "যদি একান্তই থাকে কাজ,
আসুক্।" কাজের নামে ভূপতির শিরে পড়ে বাজ !
দূত যে আইল
তা'রে পাঠাইল
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-রাজ ॥ ১৩৪ ॥

কুশলাদি জিজ্ঞাসা হইলে শেষ
নিবেদিল রাজ-দূত, "কথা এক আছয়ে বিশেষ।"
নরপতি বলে
"এই সভাস্থলে
বলিতে যা' চাহ' বল', নাহি ভয়-লেশ॥" ১৩৫॥

দূত বলে "অল্পই আমার বাণী ;
অপ্সরা প্রমদা-নামে, ছাড়িয়া পাতাল-রাজধানী,
করিল প্রস্থান ;
পাইনু সন্ধান,
বিলাস-নগরী-মাঝে আছে সে ইদানী॥ ১৩৬॥

রসাতল-রাজের মানস এই
(কাড়ি'-লৈতে যদিও পারেন তিনি ইচ্ছা-করিলেই)
ভেস্যে-যাওয়া ফুলে
ফিরা'বেন কূলে
মৃদু-বাক্য-সমীরণে ; আসিয়াছি তেঁই॥" ১৩৭॥

ভূপ বলে "এ অতি সামান্য কথা,
মন্ত্রণা তথাপি চাই, রাজত্বের যেইরূপ প্রথা।
স্থির যা' হইবে
শুনিতে পাইবে ;
বিচারের কিছুমাত্র হ'বে না অন্যথা॥ ১৩৮॥